আমাদের আশীষ দা’

কর্ণফুলী’র গর্ব

আমরা আনন্দিত যে সম্প্রতি সিডনী’র একজন সন্মানিত লেখক আমাদের কর্ণফুলীতে তার উদারতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মিতভাষী, বিনয়ী ও অজাতশত্রু এ লেখকের জন্ম ঢাকা, বাংলাদেশ। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বেড়ে উঠা আশীষ দা’ জন্মগত মেধা নিয়ে লেখালেখি করেন। শিক্ষিত ও উদারমনা বাবা-মা’য়ের চারিত্রিক প্রভাব তাঁর মাঝে সদা বিদ্যমান। তিনি লেখার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রেস-মিডিয়াতে ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন একেঁ সিডনীতে ব্যাপক পরিচিতি ও সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি ভিনদেশীদের কাছে আশীষ ভট্টাচার্য নামে পরিচিত হলেও নিজ দেশের লোক ও বাড়ীর আপনজনদের কাছে ‘আশীষ বাবলু’ নামেই ব্যাপক পরিচিত। যেমন করে বঙ্গসন্তান কেদারনাথ ভট্টাচার্য বোম্বের চলৎচিত্র ও সংগীত জগতে কুমার শানু হিসেবে বহুবছর ধরে বাংলার মুখ উজ্জল করে রেখেছেন। বাংলা সাহিত্যের কালপুরুষ শমরেস বসু যেমনি লেখার জগতে কালকুট নামে পরিচিত ছিলেন, লেখালেখি’র গোড়ার দিকে ‘নীল লোহীত’ নামে যেমনভাবে সুনীল গংগোপধ্যায় তার অগনিত পাঠকদের আড়ালে ছিলেন। আর ঘরের ‘মানিক’ তো জগৎ জুড়েই সত্যজিৎ রায় নামে বাংলার মান উজ্জল করেছিলেন, যার নাম স্মরন করতে গেলে ভিনদেশীদের সামনে গর্বে বুক ফুলে আজো আমাদের জামার দু’বোতাম ছিঁড়ে যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ ও কালজয়ী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র যেমন সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নে রেঙ্গুন প্রবাসি হয়েছিলেন ঠিক তেমনি আরো সহস্র বাংলাদেশীদের মত আমাদের আশীষ দা’ও ক্যাঙারুর দেশ অষ্ট্রেলিয়াতে এসেছিলেন। তবে তাঁর চলতি বয়সের তিন-চতুর্থাংশ তিনি বাংলাদেশের মাটিতেই কাটিয়েছেন। আজো প্রবাসে বসে আপনজনদের স্মরনে আবেগে তিনি চোখ ঝাপসা করেন। নিজ জন্মভুমিতে না গেলে যেন তাঁর বাৎসরীক প্রবাসী ছুটিটাই অপুরন বা অতৃপ্ত থেকে যায়। আর তাই তার কথা, লেখা, মেধা ও মননে সর্বদা নিজ মার্তৃভুমি’র কথা প্রতিফলিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি স্বপরিবারে অষ্ট্রেলিয়ার বানিজ্যিক রাজধানী সিডনীতে বসবাস করছেন। বাংলা ভাষা আন্দোলনে’র ভিত্তিতে অষ্ট্রেলিয়াতে গঠিত ‘একুশ একাডেমী’র কার্যকরী পর্ষদের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক তিনি। সদাহাসি ও সজ্জন এ লেখকের হৃদয় নিঙড়ানো সহজ-সরল লেখাগুলো পড়ে আশাকরি আমাদের পাঠকদের ভালো লাগবে। আমরা আশাকরি আগামী সংখ্যা থেকে কর্ণফুলী’র অগনিত পাঠকদের জন্যে তাঁর অনবদ্য লেখাগুলো আমরা উপস্থাপন করতে পারব।

কর্ণফুলী, সিডনী, ১১/০২/২০০৬